পাক্ষিক

আহমদী

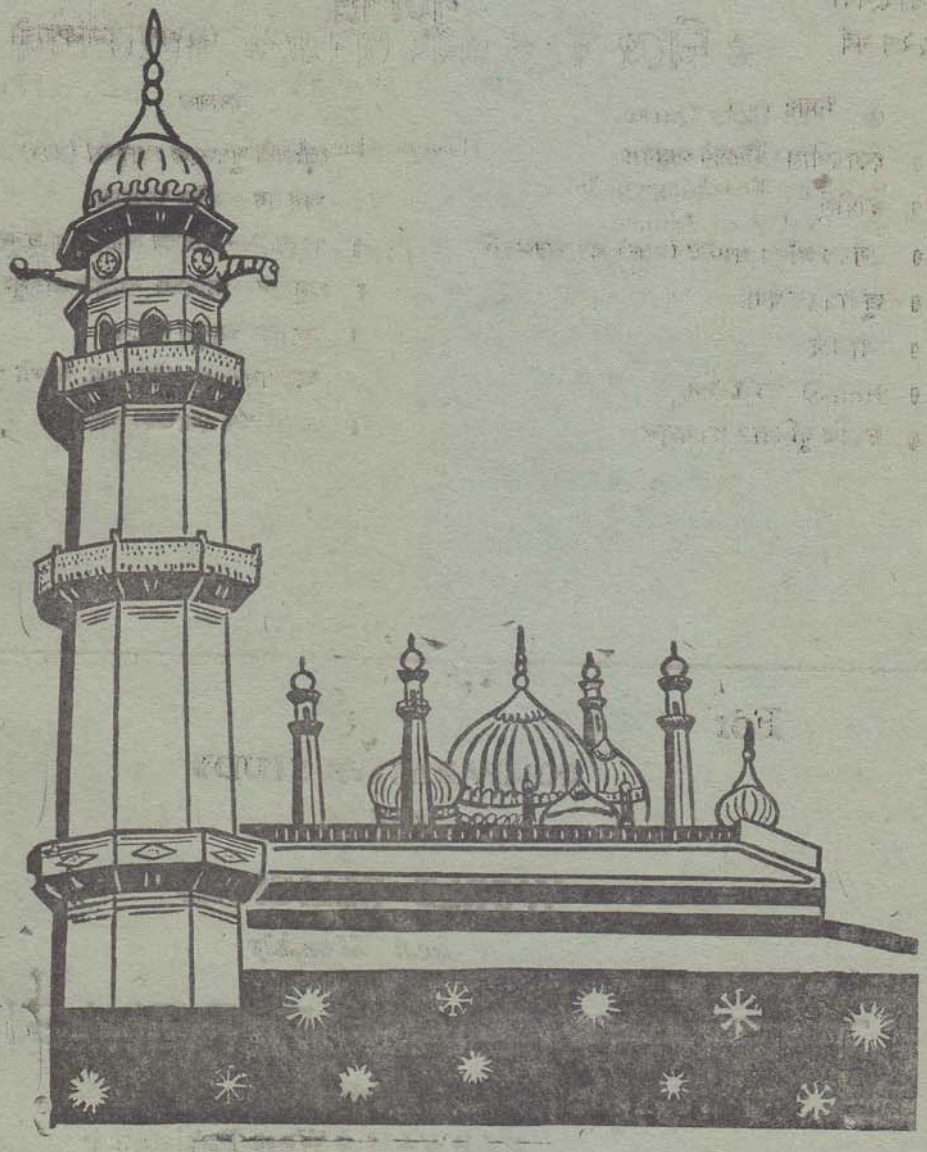

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৬ টাকা

২০শ সংখ্যা
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ;

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২২শ বর্ষ

সূচীপত্র

২০শ সংখ্যা
২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	৮৩৫
হাদীস	অনুবাদ—বশীর আহমদ	৮৩৭
হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮৩৮
জুমার খোৎবা	অনুবাদ—আহমদ সাদেক মাহমুদ	৮৩৯
আল্লাহ	মুহাম্মদ আবুল কাসেম	৮৪০
হারাতে তাইয়্যেবা	অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮৪৬
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	৮৪৯

For

COMPARATIVE STUDY

Of

WORLD RELIGIONS

Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from

RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২২শ বর্ষ : ৩০শে ফেব্রুয়ারী : ১৯৬৯ সন : ৩০শে তবলীগ : ১৩৪৮ হিজরী শামসী : ২০শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

সূরা ইউসুফ

৩য় রুকু

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২২॥ এবং মিশরের (অধিবাসীদের) যে ব্যক্তি তাহাকে খরিদ করিয়াছিল সে তাহার স্ত্রী-কে বলিল—তুমি তাহার অবস্থানকে (আমাদের মধ্যে সম্মানিত কর—হয়তঃ সে আমাদের উপকারে আসিবে অথবা আমরা তাহাকে পুত্র রূপে গ্রহণ করিব। এবং (এই উদ্দেশ্যেও

তাহাকে সম্মানিত করিলাম) যেন তাহাকে (আমার) বাক্য সমূহের প্রকৃত তত্ত্ব শিক্ষা দেই। এবং আল্লাহ্ তাঁহার বাক্যকে কার্যে পরিণত করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (এই তত্ত্ব) অবগত নহে।

২৩॥ এবং যখন সে তাহার পরিপক্ব বয়সে উপনীত হইল—আমরা তাহাকে মীমাংসা করার শক্তি এবং জ্ঞানদান করিলাম এবং এইভাবেই আমরা পুণ্যবাণ লোকদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

২৪॥ এবং যে-স্ত্রীলোকের গৃহে সে থাকিত সেই স্ত্রীলোক তাঁহার দ্বারা তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত এক কাজ করাইতে চাহিল। এবং সে (এই ঘরের) সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিল এবং বলিল—আমি তোমার জন্য প্রস্তুত (আমার দিকে আইস)। সে বলিল (এইরূপ কাজ হইতে আমি) আল্লাহ্‌র আশ্রয় (চাহিতেছি)। নিশ্চয় তিনি আমার অবস্থানকে (তোমার দ্বারা) সম্মানিত করিয়াছেন। ইহাই নিশ্চিত যে, অন্যায়কারী সফলতা লাভ করিতে পারে না।

২৫॥ এবং নিশ্চয় স্ত্রী-লোকটি তাহার সম্বন্ধে (স্বীয়) সঙ্কল্প দৃঢ় করিল। এবং সেও স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে (স্বীয়) সঙ্কল্প দৃঢ় করিল। (এবং) সে যদি তাহার প্রভুর উজ্জ্বল নিদর্শন না দেখিয়া থাকিত (তবে এরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে পারিত না)। এইভাবেই (হইয়াছিল) যেন আমরা তাহার মধ্য হইতে পাপ এবং অশ্লীলতা দূর করিয়া দেই। নিশ্চয় সে আমাদের নির্বাচিত (এবং বিশুদ্ধকৃত) দাসগনের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২৬॥ তাহারা উভয়ে দ্বারের দিকে দৌড়িল এবং স্ত্রীলোকটি (ইতিমধ্যে) তাহার কামিজ পশ্চাদদিকে ছিন্ন করিয়াছিল এবং (যখন তাহারা দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল) তাহারা এই স্ত্রীলোকটীর স্বামীকে দ্বারের নিকট (দণ্ডায়মান) পাইল। (তৎক্ষণাৎ) স্ত্রীলোকটি (তাহার স্বামীকে বলিল, যে ব্যক্তি আপনার স্ত্রীর সহিত মন্দকাজ করিতে চাহে তাহার শাস্তি ইহাই যে, তাহাকে কারারুদ্ধ করা হউক অথবা কোন বেদনাদায়ক দণ্ড (দেওয়া হউক)।

২৭॥ সে বলিল স্ত্রীলোকটিই আমার ইচ্ছার বিপরীত আমার দ্বারা (এক কাজ করাইতে চাহিয়াছিল)। এবং স্ত্রীলোকটির নিজেরদের লোক হইতে এক সাক্ষী সাক্ষ্যদান করিল যে, যদি তাহার কামিজের সম্মুখভাগ ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি সত্য বলিয়াছে। এবং সে মিথ্যাবাদীদের পর্য্যায়ভুক্ত।

২৮॥ এবং যদি তাহার কামিজ পশ্চাদদিকে ছিন্ন করা হইয়া থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যা বলিয়াছে এবং সে সত্যবাদীদের অন্তর্গত।

২৯॥ যখন স্বামী দেখিল, ইউসুফের কামিজ পশ্চাদদিক হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে, (তাহার স্ত্রীকে) বলিল নিশ্চয় ইহা তোমরা নারীদের চক্রান্ত এবং নিশ্চয় তোমরা নারীদের চক্রান্ত বড় প্রবল।

৩০॥ (সে বলিল) হে ইউসুফ তুমি এই ঘটনার কথা ছাড়িয়া দাও এবং (স্ত্রীকে বলিল) তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমি অপরাধকারীদের দলভুক্ত। (ক্রমশঃ)

★

॥ হাদিস ॥

দুনিয়ার ধ্যানে যারা মগ্ন
বৃথায় যায় তাদের সপ্ন।

অনুবাদক—বশীর আহ্‌মদ

১

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, বিখ্যাত আরব কবি লাবিদ যাহা বলিয়াছেন উহা হইতে সত্য কথা আর কেহও বলে নাই। তিনি বলিয়াছেন যে—

"الا كل شيء ما خلا الله باطل"

অর্থাৎ আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত সব কিছুই বৃথা ও মূল্যহীন। (তিনিই হইলেন ভাল মন্দের মালিক)।

(মুসলিম)

২

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসুল করিম (সাঃ) চাটাইয়ের উপরে ঘুমাইতেছিলেন। যখন তিনি উঠিলেন, তখন তাঁহার পার্শ ও বাহুতে চাটাইয়ের দাগ দেখা গেল। আমরা বলিলাম, হে আল্লার রসুল। ইহা কি ভাল হয় না যে, আপনার জন্য আমরা একখানা নরম তোষক বানাইয়া দেই। তিনি বলিলেন, দুনিয়ার আরামের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? আমি এই দুনিয়াতে একজন উষ্ট্র আরোহীর ন্যায়, যে গাছের নিচে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রামের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে এবং রজনীতে আবার সেই জায়গাকে পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা পথে রওয়ানা হয়। (তিরমীজি)

৩

হযরত ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) আমার স্কন্ধ ধরিলেন এবং বলিলেন, তুমি দুনিয়াতে এইভাবে জীবন যাপন কর তুমি যেন এক বিদেশী অথবা পথিক। (বুখারী)

৪

হযরত সোহেল (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ)-এর খেদমতে এক ব্যক্তি হাজির হইলেন এবং বলিলেন, হে আল্লার রসুল! আমাকে কোন এমন কাজ বলিয়া দিন যাহা করিলে আমি আল্লাহ্‌তায়ালা এবং মানুষের ভালবাসা লাভ করিতে পারি। তিনি বলিলেন, "দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং পরাঙ্মুখ হইয়া যাও। আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাকে ভাল বাসিবেন এবং মানুষের জিনিষের জন্য উদগ্রীব হইয়ও না। মানুষ তোমাকে ভাল বাসিবে।"

(ইব্‌নে মাজা)

৫

হযরত আবু হোরায়রা হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, দুনিয়া মোমেনের জন্য কারাগার এবং কাফেরের জন্য কানন কলাপ।

(মুসলিম)

৬

হযরত আমর বিন আউফ আনসারী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসুল করিম (সাঃ) ওবায়দা বিন জাররাহ্‌কে 'বাহ্‌রীনে' "জিজ্‌য়া" (কর) আদায় করিবার জন্য পাঠাইলেন। আনসার ইহা জ্ঞাত হইয়া প্রভাতেই তাহারা ফজরের নামাজে হাজির হইলেন। রসুল করিম (সাঃ) নামাজ শেষ করিয়া নামাজিদের দিকে ফিরিলেন। তিনি বৃহৎ এক দল লোক দেখিলেন। তিনি হাঁসিলেন এবং বলিলেন তোমরা বোধ হয় আবু ওবায়দার আগমন হইতে জ্ঞাত আছ। লোকগণ বলিল, হাঁ রসুলুল্লাহ্। তিনি বলিলেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা সেই সুসংবাদের কামনা কর। আল্লাহ্‌তায়ালার কসম, আমর তোমাদের দারিদ্রের ভয় নাই; এখন তোমাদের দারিদ্রের এবং অভাবের দিন আর থাকিবে না। আমার ইহাই ভয় যে, দুনিয়াতে ধনাগার তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া হইবে, যে ভাবে অতীতের মানুষের জন্য খোলা হইয়াছিল। তোমরা দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হইয়া যাইবে এবং ইহার জন্য লোভ করিবে, যে ভাবে অতীতের মানুষ লোভ করিয়াছিল। অতঃপর তোমাদিগকে এই লোভ ধ্বংস করিয়া দিবে যেভাবে অতীতের মানুষগণকে ধ্বংস করিয়াছে। (বুখারী)

★

হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর অমৃত বাণী

তোমরা সেই ব্যক্তির জামাত, যাহাকে আল্লাহ্ পুণ্য ও নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

তোমরা কপটতা এবং শঠতার দ্বারা সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে পার, কিন্তু খোদাকে এই স্বভাবের দ্বারা ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিবে।

"হে বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানিও, মুত্তাকী (নিষ্ঠাবান) কখনও বিনষ্ট হয় না। যখন দুইটি দল পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় এবং দ্বন্দ্ব চরমে গিয়া পৌঁছে, তখন যে দলটি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে মুত্তাকী এবং পরহেজগার হয়, আসমান হইতে তাহার জন্য সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং এইরূপে ঐশী মীমাংসার দ্বারা ধর্মীয় মত বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। দেখ, আমাদের প্রভু ও নেতা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কিরূপ দুর্বল অবস্থায় মক্কায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই সময়ে আবু জাহল ইত্যাদি কাফেরগণ কতই না ঐশ্বর্য ও প্রভুত্বের অধিকারী ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রাণের শত্রু হইয়া গিয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও উহা কি ছিল, যাহা অবশেষে আমাদের নবী (সাঃ)-এর বিজয় লাভের কারণ হইয়াছিল? নিশ্চয় জানিও যে, উহা ছিল সেই সত্যপরায়নতা, নিষ্ঠা, মনের পবিত্রতা এবং সত্যবাদীতা। সুতরাং হে ভ্রাতাগণ! এই পথ অনুসরণ কর এবং এই গৃহে প্রবলবেগে প্রবিষ্ট হও। তোমরা অচিরেই দেখিতে পাইবে যে, খোদাতায়ালা আমাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিতেছেন। সেই খোদা, যিনি চক্ষুর অগোচরে আছেন, কিন্তু সকল বস্তু হইতে অধিকতর দীপ্তিমান, যাঁহার জালালে (প্রতাপে) ফেরেস্তাগণও কম্পমান, তিনি চালাকি চাতুরী পছন্দ করেন না। তিনি ভীতি পরায়ণ দিগের প্রতি সদয় হন। সুতরাং তাঁহাকে ভয় কর এবং প্রত্যেক কথা বুঝিয়া শুনিয়া বল। তোমরা সেই ব্যক্তির জামাত, যাহাকে তিনি (আল্লাহ্) পুণ্য ও নিষ্ঠার আদর্শ দেখাইবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি পাপ পরিত্যাগ করে না এবং তাহার জিহবা মিথ্যা হইতে এবং তাহার অন্তর অপবিত্র চিন্তা হইতে বিরত থাকে না, সে এই জামাত হইতে কাটা যাইবে। হে খোদার বান্দাগণ! তোমাদের অন্তর পরিষ্কার কর এবং আভ্যন্তরিণ অবস্থা ধৌত কর। তোমরা কপটতা এবং শঠতার দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পার, কিন্তু খোদাকে এই স্বভাবের দ্বারা ক্রোধান্বিত করিয়া তুলিবে। নিজেদের প্রাণের প্রতি সদয় হও এবং নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা কর। ইহা কখনও সম্ভবপর নয় যে, খোদা তোমাদের প্রতি এমতাবস্থায়ও সন্তুষ্ট হইবেন যে, তোমরা তোমাদের অন্তরে অন্য কাহাকেও তাঁহা হইতে প্রিয়তর জ্ঞান কর। তাঁহার পথে নিজকে উৎসর্গ কর এবং তাঁহার জন্য বিলিন হইয়া যাও এবং সর্বোতঃভাবে তাঁহারই হইয়া যাও, যদি এই দুনিয়াতেই তাঁহার দর্শন লাভ করিতে চাও।"

(রাযে-হাকিকাত, ৩,৪,৫,)

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

★

জুমার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[বার্ষিক সম্মেলন চলাকালে ১৯৬৮ সনের ২৭শে ডিসেম্বরে প্রদত্ত]

পূণ্য, তাকওয়া (নিষ্ঠা) এবং ঐশী সান্নিধ্য লাভের সমস্ত পথ মহিমান্বিত কোরআনের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত।

কিন্তু সেই সমস্ত পথে পরিচালিত হওয়ার শক্তি ও সামর্থও আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ব্যতিরেকে হাসিল হইতে পারে না।

মুসলমানের জন্য কোরআন করিম প্রদত্ত মহান শুভসংবাদ সমূহ আমরা যেন সর্বদা প্রাপ্ত হইতে থাকি, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাই যেন করেন।

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন ঃ

و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ وهدى و رحمة و بشرى للمسلمين (النحل ٩٠)

অতঃপর বলেন ঃ

গতকাল হইতে ইনফ্লুয়েনজার তীব্রতা বাড়িয়াছে। মাথা ব্যথা, জ্বর এবং অন্যান্য লক্ষণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গলা যে গত কাল একেবারেই বসিয়া গিয়াছিল, এখন অপেক্ষাকৃত ভাল। আলহামদুলিল্লাহ আলা যালিক।

এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার ভ্রাতাদিগের উপরোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এই মহিমান্বিত আয়েতে আল্লাহ্তা'লা বলিয়াছেন যে, কোরআনশরীফ পূণ্য, নিষ্ঠা এবং ঐশী সান্নিধ্যের সকল পথের নির্দেশ দান করে। যে ব্যক্তি আপন সমস্ত সহজাত শক্তি এবং প্রকৃতিগত কার্য্যক্ষমতাকে পূর্ণ তরবিয়ত দেওয়াইতে চায় এবং আপন কার্যক্ষমতার সীমার মধ্যে অধিকতর ঐশী সান্নিধ্যকে লাভ করিতে চায়, তাহার জন্য কোরআন করীমের নির্দেশাবলী মানিয়া চলা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় কথা এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্তায়ালা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হেদায়েতের মূলনীতিসমূহ এবং উহাদের শাখা প্রশাখা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ 'এলাহি রহ্মত' (ঐশী কৃপা)-এর উপর নির্ভর করে। যদিও কোরআনকরীম হেদায়তের সমস্ত পথ সমুজ্জল করিয়াছে, তথাপী সেই আলোককে দেখিবার জন্য চক্ষু আল্লাহ্র রহমতই দান করিয়া থাকে।

তৃতীয় কথা এই আয়াতের মধ্যে আমাদিগের জন্য ইহা বলা হইয়াছে যে, যদি আল্লাহ্তা'লার কৃপায় এইরূপ উপকরণ উদ্ভাবিত হয় যে, তোমরা কোরআনকরীম নির্দেশিত উজ্জল পথসমূহ দেখিতে ও বুঝিতে সক্ষম হও, এমতাবস্থায় আর একটি জিনিসের প্রয়োজন এবং উহা হইল যে, সেই পথ সমূহের উপর পরিচালিত হওয়ার সামর্থ্য ও আল্লাহ্তায়ালার রহমত ব্যতিরেকে পাওয়া যায় না।

চতুর্থ কথা আল্লাহ্তা'লা এই আয়াতের মধ্যে ইহা বলিয়াছেন যে, 'রহমত' লাভের উপায় উপা-

দান সম্বন্ধেও কোরআন করীম আমাদিগকে সন্ধান দিয়াছে। সেই সমস্ত উপায় উপাদান লাভের জন্য কোরআন করীমের দিকে মনোনিবেশ কর এবং কোরআনের শিক্ষানুসারে আমল কর। যথা কোরআনের নির্দেশানুযায়ী দোয়ায় নিয়োজিত থাক এবং নিজেকে অতি তুচ্ছ এবং সত্তাহীন স্বরূপ জ্ঞান কর এবং সমস্ত রহমতের উৎস স্বরূপ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে বিশ্বাস কর। তাঁহার নিকটে দোয়া করিতে থাক, যেন তিনি, যিনি আমাদের প্রিয় এবং ধন্য যাঁহার নাম, তোমাদিগকে কোরআন নির্দেশিত পথ সমূহ বুঝিবার, জানিবার এবং উহাদের উপর পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দেন। আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হইতে যখন সেই রহমত মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়, তখন সে উহার আনন্দ এবং আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টির সেই জান্নাত লাভ করে, যাহার মূল্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি কল্পনাও করিতে পারে না।

কোরআন করীম এই সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করার পর মুসলমানদিগকে মহা সুসংবাদ বিশিষ্ট পয়গাম প্রদান করিয়াছে। কোরআন করীমের সেই সুসংবাদ বিশিষ্ট পয়গাম আজ আমি আমার ভাইদিগকে এই দোয়ার সহিত পৌঁছাইতেছি যে, করুণাময় রব যে সমস্ত শুভসংবাদ একজন মুসলমানকে দিয়াছেন তাহা সর্বদাই যেন আমরা আহ্‌মদীগণ পাইতে থাকি।

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

★

আল্লাহ

—মুহাম্মদ আবুল কাসেম

আসমান, যমিন ও তনমধ্যস্থ দৃশ্য, অদৃশ্য সমূহ নিয়া চিন্তা করিলে মনে প্রশ্নের উদয় হয়, এই বিশাল সৃষ্টির উৎস কোথায়? কোথা হইতে জীবের আগমণ? আর কোথায় বা শেষ গমন? আলো আর আঁধারের কি সুন্দর খেলা! কি আশ্চর্য নিয়ম! এই মহান ও বিশাল সৃষ্টির আয়োজনের পেছনে সত্যই কোন রচনাকারী বা বিচক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারীর অস্তিত্ব আছে কি? কে তিনি? তাঁহার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা কি? তিনি কেমন এবং কোথায়? তাঁহাকে দেখার বা তাঁহার সঙ্গে পরিচয়ের উপায় আছে কি? পরিচয়ে কি লাভ? না হইলে ক্ষতিই বা কি? কেহ তাঁহার পরিচয় পাইয়াছে কি? সেই ভাগ্যবান লোকটি কোথায় যে, তাঁহার পরিচয় দিতে পারে? ইহা মানব মনের চিরকালের এক স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা। এইসব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর বিশ্বের সৃজনকারী ছাড়া অপর কাহারও পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নহে।

গভীরভাবে চিন্তা করিলে লক্ষ্য ও উপলব্ধি করা যায়, সৃজনকারী আমাদিগকে যেমন ক্ষুধা, পিপাসা দিয়াছেন, তেমনি তিনি নিজ করুণায় এসব নিবারণের ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এমন নিষ্ঠুর নহেন যে, তাঁহার বিধানে জীবের জন্য কেবল প্রয়োজনই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, অথচ ঐ

সব মিটাইবার কোন ব্যবস্থা রাখেন নাই। তিনি যেমন ত্রুটিহীন তাঁহার ব্যবস্থাও তেমনি নিখুঁত।

বিশ্বের রচনাকারী অদৃশ্য সত্তা সৃষ্টির মাধ্যমে জ্যোতিরূপে আপন গুণরাজি ও ইচ্ছা বিকাশের পূর্বে অজ্ঞাতই ছিলেন। তিনি তাঁহার রবগুণের বিকাশ দ্বারা স্তরে স্তরে, বিবিধ গুণ উপকরণে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ও অগণিত নক্ষত্ররাজি সৃজন করিয়াছেন এবং অতীব কৌশলে এবং জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে ইহাদিগকে মহা শূন্যে স্তম্ভ ব্যতিরেকে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। জীবনের সঞ্চার করিয়া গ্রহ সমূহকে নানা প্রকার তরুলতা ও জীবন্ত প্রাণী দ্বারা শুশোভিত করিয়াছেন। পৃথিবী মহাশূন্যস্থ অপরাপর গ্রহের ন্যায় একটি গ্রহ বিশেষ। সৃজনকারী রংবেরংঙের তরুলতা ও জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন প্রাণী সম্ভারে পরিপূর্ণ ধরণীকে কলরব মুখরীত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহ সমূহের বাসিন্দাদিগকে পরস্পর একত্রিতও করিতে পারেন।

সৃজনকারী সৃষ্টি সমূহের বিকাশের নিয়ম এক উত্থান পতনের ভিতর দিয়া পূর্ণতায় উপনিত হওয়ার ব্যবস্থা বা উপায় রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছায় প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ ও পরিধি স্থির রাখিয়া অদৃশ্য মহাকালের অনন্ত যাত্রা পথে গতিশীল করিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টি সমূহের স্রষ্টার একক আদেশ ও ইচ্ছার প্রভাবে নির্ধারিত নিয়মে পরস্পর দ্বারা প্রভাবান্বিত ও ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ এক গতিশীল থাকিয়া লক্ষ্য পথে অগ্রগামী হইতেছে। গতির কারণে আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন, প্রবল আলোড়ন, সংঘাত ও কালের প্রভাবে মহাকাশে ব্যাপক রাসায়নিক ক্রিয়ার উদ্ভব ও সংমিশ্রন দ্বারা সৃজনকারীর আদেশ ও ইচ্ছানুযায়ী সর্বদা বিবিধ কল্যাণ ও অকল্যানজনক কারণ উপকরনের উদ্ভব হইতেছে। যাহার প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যপ্ত হইয়া দৃশ্য, অদৃশ্য সৃষ্টি সমূহকে যথানিয়মে আকৃষ্ট ও প্রভাবান্বিত করিতেছে। সৃষ্টি চক্রের ঘূর্ণনে ও কালের প্রভাবের সঙ্গে যাহারা ঐক্য রক্ষা করিয়া চলিতে উদাসীন, আলস্য পরায়ন এক অপারক সৃষ্টির নিয়মের রাজ্যে তাহাদের অস্তিত্ব অধঃগতিতে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। অপরদিকে সৃজনকারী সৃষ্টিচক্রের রূপান্তরে ইহাদের ধ্বংসাবশেষের উপর নূতন, নূতন গ্রহ, উপগ্রহ ও অপরাপর সৃষ্টির বুনিয়াদ পত্তন করিয়া তাঁহার অপার মহিমা বিকাশ করিতেছেন। মহাকালের যাত্রাপথে গতির মাঝে কত সৃষ্টি যে, অগ্রগামী হইয়া দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্যলোকে চলিয়া গিয়াছে, আর কত যে আগমনের পথে অপেক্ষা করিতেছে তাহা চিন্তা করাও দুরূহ। তাঁহার সৃষ্টী সমূহের পরিমাপ করা সংখ্যা বিজ্ঞানের সাধ্যাতীত বটে, কিন্তু সর্বউত্তম হিসাব রক্ষক স্রষ্টার নিকট সকলেরই হিসাব রহিয়াছে।

জড়-জগতের প্রধান শক্তিকেন্দ্র বিরাট চুম্বক শক্তির আধার সূর্য্য স্রষ্টার আদেশ ও ইচ্ছার সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ইহার পরিজনরূপ গ্রহ, উপগ্রহসহ অসীম শূন্যে অসীম পরিধির মধ্যে গতিশীল থাকিয়া নির্ধারিত নিয়মে সৃষ্টির মূল কেন্দ্র হইতে প্রভাব গ্রহণ করিয়া তাহা বিকিরণ করিয়া চলিয়াছে। গ্রহ সমূহও সূর্য্যের সঙ্গে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধও গতিশীল থাকিয়া সূর্য্যের মাধ্যমে প্রভাব গ্রহন এবং নিজস্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া লক্ষ্যপথে অগ্রগামী হইতেছে। গতির কারণে গ্রহ সমূহে দিবারাত্রিও মৌসুমের পরিবর্ত্তন হইতেছে। ফলে অন্তরীক্ষে ও দুনিয়ার বক্ষে নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন ও ভাঙ্গা-গড়ার কারন সৃষ্টি হইয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে অগনিত জীবনের বিনাশ ও নূতন জীবনের বিকাশের ভিতর দিয়া দুনিয়া তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ইহাই প্রকৃতির খেলা।

সৃষ্টির কেন্ আবর্তে ও কোন্ সুদূর অতীত হইতে ধরনীর বুকে প্রথম জীবনের সঞ্চার হইয়াছে এবং স্রষ্টা

কর্তৃক নির্ধারিত কোন যে, শুভ-উষালগ্নে সৃষ্টির উৎকৃষ্টতম উপাদানে সৃষ্ট মানবের আগমন তাহা তিনিই জানেন।

স্রষ্টা তাঁহার বিশাল সৃষ্টিকে সহজভাবে পরিচিত করিবার নিমিত্ত অবস্থা ও পরিবেশের তারতম্য অনুযায়ী স্তর সমূহকে বিভিন্ন আলম নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং গুনের তারতম্য অনুযায়ী সকল সৃষ্টিকে বিভিন্ন আলম নামে অভিহিত করিয়াছেন। সৃষ্টিকে সমূহ নিয়া চিন্তা করিলে সৃজনকারীর অসাধারন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। স্রষ্টা জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে সৃষ্টি সমূহকে প্রধ নতঃ দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক পর্য্যায় বিবিধ কল্যান নিহিত রাখিয়াছেন। একটি বিকশিত বাহ্যিক অবস্থা। অপরটি গুনগত অদৃশ্য আভ্যন্তরীন অবস্থা।

উভয় অবস্থার মধ্যে পরস্পরের অনুপূরক ও বিপরীত মুখীন দুইটি ধারার সমাবেশ রহিয়াছে। আভ্যন্তরীন অবস্থা সমান্তরালভাবে বাহির হইতে প্রয়োজনীয় গুণ আহরণ করে এবং আভ্যন্তরীন গুণ বিকাশ করে। বাহ্যিক অবস্থাও অনুরূপভাবে ভিতর হইতে গুণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ করে এবং বাহির হইতে প্রয়োজনীয় গুণ আহরণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রেরণ করে। একটিতে ব্যাঘাত ঘটিলে অপরটিতে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। একটির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে অপরটি কাজ করিবার সুযোগ পায় না, অচল হইয়া যায়।

সৃজনকারী তাঁহার রহমানগুণের বিকাশ দ্বারা সৃষ্টিজগতের প্রতি করুনা সঞ্চার করিয়া আপন, আপন জীবন এবং জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। প্রার্থনা পূরণকারী রহিম গুণের পরিচয়ার্থে সকল জীবনের সাথে বিভিন্ন আবেদন বা চাহিদা সৃষ্টি করিয়া তাঁহার মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছেন। মানব হৃদয় শান্তির আকুল আবেদন সৃষ্টি করিয়া মানব জীবনকে তাঁহার নৈকট্য দ্বারা সর্বতোভাবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য মানব জীবনের কাম্য বিমল শান্তিকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ও বিপদের আবেষ্টনী দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিয়াছেন। শান্তির অধিকারী হইতে হইলে সত্যের কঠিন পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রথম দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া শান্তির জন্য তাঁহার নৈকট্যে উপনীত হইতে হইবে। দুঃখ কাম্য না হইলেও জীবনের অংঙ্গ হইতে ইহাকে বাদ দেওয়া যায় না। দুঃখই প্রকারান্তার মানব জীবনকে মহিয়ান ও গরিয়ান করিয়া থাকে। দুঃখের সঙ্গে চেষ্টা, মহিষ্ণুতা ও উন্নতির সম্পর্ক ঘনিষ্টভাবে জড়িত। স্বর্ণকে খাইদ মুক্ত যেমন আগুন দ্বারা পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তেমনি দুঃখের চাপে আত্মিক অবস্থা পরিশুদ্ধ হয়। দুঃখই ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। দুঃখের মোকাবেলায় সত্যের মর্য্যাদা ও গৌরব উজ্জলভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে। বিপদ, আপদ ও দুঃখের ভিতর দিয়া স্রষ্টার প্রতি সত্যিকার বিশ্বাস, ধৈর্য্যশীলতা ও সাহসীকতার পরীক্ষা হইয়া থাকে। মানবের মধ্যে এমন বহু মহৎগুণ রহিয়াছে যাহা দুঃখের আঘাত না পাইলে সুষ্ঠু ও উজ্জল ভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ পায় না। দুঃখ কষ্ট ও প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রামে বিজয়ী ও ধৈর্য্যের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরিশুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নিকটে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত মানব জীবনের গৌরব জনক বিজয়ের পুরস্কার ও কাম্য বিমল শান্তি লাভের অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই।

তাঁহার নৈকট্য আত্মাকে প্রশস্ত করিয়া থাকে। তাঁহার সান্নিধ্যই সৃষ্টীর প্রতি আত্ম স্বার্থ উদ্ধারের ভাব দূর করিয়া দিয়া নিঃস্বার্থ সেবাও রহমতের ভাব জাগাইয়া জীবনকে বিস্তারিত ও সুখময় করিয়া থাকে। তাঁহার

নৈকট্য লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল দুনিয়ার ধন সম্পদ দ্বারা জীবনের অসহায়তা পূরণ এবং জীবন হইতে দৈন্য বিদূরীত হইতে পারেনা। জীবন হইতে হিংসার জ্বলন, কামনা বাসনারদাহ, অজ্ঞানতার অন্ধকার উচ্চ নীচ ভেদাভেদ, নৈরাশ্যের ভয় ও অহঙ্কার দূরিভূত হওয়ার কোন উপায় নাই। স্রষ্টার প্রতি অকৃত্তিম বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতাই তাঁহার নৈকট্য ও শান্তিলাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার প্রতি নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী জনকেও তিনি সাময়িক দুঃখ ও বিপদ দ্বারা দৃঢ়তার পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর তিনি করুনাসহ বিপদ ও দুঃখের আবরণে সুরক্ষিত মঙ্গল প্রকাশ করিয়া দুঃখের গ্লানি মুছিয়া দিয়া থাকেন এবং বিশ্বাস ও নির্ভর শীলতাকে অধিকতর দৃঢ় করিয়া দেন।

তাঁহার নৈকট্য বই শান্তি লাভের আশা বৃথা। তিনি যেমন শান্তিকে তাঁহার নৈকট্য সুরক্ষিত রাখিয়াছেন; তেমনি তিনি তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে তাঁহার নৈকট্য পথের সন্ধান ও শান্তিকে সুরক্ষিত ভাবে ভোগের নিয়মনীতি ও উপায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ সকলই শান্তি চায়। কেহই অশান্তি কামনা করেনা বটে; কিন্তু স্রষ্টা কর্ত্তৃক নির্ধারিত নিয়ম বিধান পরিহার করিয়া অশান্তিতে নিপতিত হইয়া মানব জাতি আন্তায় ভাবে স্রষ্টাকে দোষারূপ করিয়া অজ্ঞানতার পরিচয় প্রদানকরে।

প্রতিপালনকারী রাজ্জাকরূপে সকল জীবনের সাথে খাদ্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়া তাহা পূরণের ব্যবস্থা হিসাবে কর্ম্মের মধ্যে দৈহিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে জীবনের বিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খাদ্যের চাহিদা নিবারণের জন্য তাড়না সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে খাদ্যের সন্ধানে বিচরণশীল করিয়া দিয়া অনাবাদ দুনিয়াকে আবাদের ব্যবস্থা করিয়াছেন। খাদ্যের চাহিদার সাথে লজ্জা নিবারণ ও গৃহের সমস্যা সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে শিল্পকলায় নিপুন করিয়াছেন এবং পরস্পরের সহযোগীতা ও ন্যায় পরায়নতার ভিতর দিয়া সমাজ জীবনের বিকাশের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার একক আদেশের মধ্যে সমাজ জীবনের ঐক্যের বুনিয়াদ এবং ঐক্যের মধ্যে যাবতীয় সমস্যার সহজ সমাধান ও শান্তি রাখিয়া দিয়াছেন। অপর দিকে বিচ্ছিন্নতার পরিনাম অশান্তি ও ধ্বংস নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

সৃজনকারী "আরশে" অর্থাৎ আপন শক্তিতে অধিষ্টিত থাকিয়া বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে তাঁহার পরাক্রম ও প্রতাপশালী নিখুঁত ব্যবস্থা প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান দ্বারা সমান্তরালভাবে সৃষ্টি সমূহের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ক্রম উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা এবং একক আধিপত্যের উপর কাহারও কোন প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করিবার অধিকার নাই। তিনি সকলের সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য, জীবন পদ্ধতি, লক্ষ্য ও পরিনতি স্থির করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত মেয়াদ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা অতীক্রম করিবার কাহারও সাধ্য নাই। তিনি এক জীবনকে ধ্বংস করিয়া অপর জীবণকে বাঁচাইয়া রাখেন। তিনি যাহাকে ধ্বংস করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার রোস হইতে কোন কিছুই ইহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তিনি তাঁহার অনুগত ও মনোনীত জনকে প্রবল প্রতিকুল অবস্থায় এবং ধ্বংসের কবল হইতে অলৌকিক উপায়ে উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং দূর্ব্বল অবস্থা হইতে বিজয়ের অধিকারী করিয়া আপন গৌরবময় চেহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

তিনি দুঃখ দিয়া যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি সুখ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। জন্ম মৃত্যু তাঁহারই হাতে। যাহার জন্ম আছে তাহার পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু আছে। তিনিই একমাত্র অমর॥ তাঁহার কোন গুণের পরিবর্ত্তন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশের নিকট আত্ম উৎস্বর্গকারীজনকে তিনি অনন্ত জীবনের অধিকারী করিয়া থাকেন। তাঁহার আদেশে সকলের সৃষ্টি, তাহার ইচ্ছায় বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই লয়। তাঁহার নিকট হইতে সকলের আগমন। আর তাঁহার নিকটই সকলের শেষ গমন। তাঁহার এই ভাঙ্গা গড়ার খেলা কবে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার পরিসমাপ্তির খবর তিনিই উত্তম জ্ঞাত আছেন।

সৃজনকারী কোন কিছুই বিনা কারণে অনর্থক এবং উদ্দেশ্য বিহীন সৃজন করেন নাই। যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহার মহিমার বিকাশ। যে কোন বস্তু বা জীবের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা, জীবন পদ্ধতি গতি প্রকৃতি ও পরিনতি পার্যালোচনা করিলে ইহার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় এবং সৃষ্টি কর্ত্তার অসীম জ্ঞান ও গুনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্রষ্টা মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞাত ও গুপ্ত ছিলেন, আপনাকে পরিজ্ঞাত ও বিকাশের ইচ্ছায় মানব আত্মার সৃজন করিয়াছেন। মানবের মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠতাকে গভীর ভাবে জ্ঞাত হওয়ার মত ও বিকাশ উপযোগী গুণের সমাবেশ রাখিয়াছেন এবং বিশাল সৃষ্টির আয়োজনের ভিতর দিয়া মানবের নিকট আত্ম পরিচয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানব জীবন পর্য্যালোচনা করিলে মানব প্রকৃতিতে তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ও উল্লেখিত শক্তির অভিব্যক্তি লক্ষ্য ও উপলব্ধি করা যায়। মানবতার বিকাশ প্রকারান্তরে সৃষ্টি কর্ত্তার, অস্তিত্ব, ইচ্ছা ও মর্যাদার প্রকাশ।

যাবে। বাক্য তাঁহারই সৃষ্টি। তিনি বাংময়। মানুষ তাঁহাকে প্রেম রবে স্মরণ ও তালাশ করিবে,

বিশ্বের রচনাকারী স্তর বা আলম সমূহকে যেমন বিবিধ গুণ উপকরণে সুসজ্জিত করিয়াছেন; তেমনি তিনি মানব আত্মার বাহনকে ইন্দ্রিয় ও আভ্যন্তরীণ বৃত্তি সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দুনিয়াতে প্রেরণ করিয়াছেন, যাতে দুনিয়ার স্তরে তাঁহার গুণের বিকাশ হইতে গুণ আহরণ করিয়া জীবনকে স্বার্থক করিয়া তুলিতে পারে। অপর দিকে মানবের জীবনকে সমৃধ্যশালী শান্তিপ্রদ করিয়া তুলিবার জন্য সমগ্র সৃষ্টিকে মানবের তাবেদারীতে নিয়োজিত রাখিয়া মানবতা অর্থাৎ মানববীয় বৃত্তি সমূহ বিকাশের উপায় করিয়াছেন। সৃজনকারী মানব জীবনের পূর্ণতা বিধানের জন্য জীবনের মূল উৎসের দিকে সৃষ্টির সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দ্বারা মানব আত্মাকে অনন্ত জীবনের পথে গতিশীল করিয়া দিয়াছেন এবং জীবনের গোপনীয়তা প্রকাশিত থাকিয়া মানবের জীবন যাত্রা যাতে অসহনীয় না হইয়া পড়ে এবং মানব হৃদয়ে অজানাকে জানার আনন্দ, আগ্রহ ও চেষ্টা বজায় রাখিবার জন্য অতীব কৌশলে এবং জ্ঞানপূর্ণ উপায়ে সাত্তারিয়াতের গুণে সময়ের অদৃশ্য পর্দ্দার আচ্ছাদনে জীবনের গতিপথ ক এবং স্রষ্টা আপনাকে অদৃশ্য রাখিয়া জীবনকে রহস্যময় করিয়া রাখিয়াছেন এবং জিজ্ঞাসার কারণ সৃষ্টি করিয়া মানবের জ্ঞান বৃদ্ধির উপায় করিয়াছেন।

তিনি মানব অন্তরে কেবল জিজ্ঞাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা রাখেন নাই, এ'রূপ কল্পনাও করা যায় না। যিনি সকল জীবের মুখে বুলি দিয়াছেন তিনি স্বয়ং নির্বাক! যিনি বাক্যের জনক তিনি নির্বাক হইলে সকল সৃষ্টি যে বোবা বনিয়া অথচ তাঁহার নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যাইবে না ইহা যুক্তির বিচারে অসিদ্ধ। মানব আত্মা মোটেই ইহা বিশ্বাস ও সহ্য করিতে পারে না। তিনি যেমন মানব হৃদয়ে জিজ্ঞাসারূপ আকুল পিপাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তেমনি তাঁহার প্রেমিকজনের কছে "আমি আছি" বলিয়া উত্তর প্রদানে হৃদয়ের চাহিদা নিবারনের ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। তাহা না হইলে এই নিরাকার ও অদৃশ্য সত্ত্বাকে কিছুতেই

গভীরভাবে জ্ঞাত হওয়ার উপায় ছিলনা। মানুষ কি প্রকারে তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়ার এবং তাঁহার সন্ধান ও তাঁহার সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা করিতে পারিত? তাঁহার প্রেমবরে স্মরণ ও ত্যাগের বিনিময় তাঁহার সঙ্গে যে মধুর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে মানব ইচ্ছোকৃতভাবে অন্যায় অনুষ্ঠান ও অহংকার বসতঃ তাঁহার প্রতি বিমুখ না হইলে তাঁহার পক্ষ হইতে প্রেমের এই সংযোগ সূত্র ছিন্ন হইতে পারে না। প্রেমময় এবং অসীম ক্ষমাকারী যিনি, এমন হীন হইবেন কেন? এই কল্যাণের পথ কোন কালেই বন্ধ হইতে পারে না। স্রষ্টা এবং তাঁহার মহান সৃষ্টির সঙ্গে ইহাইত একমাত্র প্রেমপূর্ণ সংযোগ সূত্র। ভুলপ্রবন মানব জাতি যখনই এই সূত্র হারাইরা ফেলিয়াছে, তখনই তিনি নিজ করুণায়, ক্ষমা ও আশার বাণীসহ তাঁহার মনোনিত প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া হারানো শক্তি সূত্রের সন্ধান প্রদান করিয়া জীবন হইতে নৈরাশ্যের ভয় ও অন্ধকার দূর করিয়া দিয়া আশার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

তিনি কি কেবল অতীত কালেই কথা বলিতেন? আর অতীত কালের মানবের কাছেই সকল কথা বলিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন? তবে তিনি কি কেবল অতীতের মানুষেরই স্রষ্টা? বর্ত্তমানের মানুষকে আর তিনি তাঁহার পথের সন্ধান দিবেন না? বর্ত্তমান জমানার মানুষের কি তবে স্রষ্টার প্রেমের কোন প্রয়োজন নাই? অথবা তিনি কি বর্ত্তমান জমানার মানুষের প্রতি বিরূপ ও অসন্তুষ্ট হইয়য়া উত্তর প্রদানের চিরন্তন পথ বন্ধ করিয়া দিয়া তাঁহার মহান সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কহীন হইয়া গিয়াছেন?

যিনি অক্ষয়, অপরিবর্তনীয় ও অপরাধ মার্জ্জনা-কারী তিনি এমন হীন হইবেন কেন? তাঁহার সকল গুণ সমভাবে সক্রিয় আছে বলিয়াইত সৃষ্টি স্থিতিবান ও গতিশীল। তাঁহার কোন গুণ নিঃস্ক্রিয় হইবার নহে। তিনি সর্বকালের এবং সকল মানুষ ও যাবতীয় সৃষ্টির স্রষ্টা। সকল মানুষ এবং যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহার প্রিয় অতীত বর্ত্তমান ও অনাগত ভবিষ্যতের সকলই তাঁহার সৃষ্টীর মাঝে বর্ত্তমান। তিনি পবিত্র এবং করুনাময়। তাঁহার স্মরণে হৃদয়ে দয়া ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পায় এবং কর্ম্মে সততা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তিনি ন্যায় পরায়ণ এবং অন্যায়ের প্রতি বিরূপ। তিনি অন্যায় কাজে বিবেকের বাধা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অনুতাপকারীকে তিনি মার্জ্জনা করিয়া থাকেন।

তিনি স্বয়ম্ভু। অপর সকলই তাঁহার সৃষ্টি। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সৃষ্টির পূর্ণতা প্রদানকারী। যাবতীয় সৃষ্টি তাঁহার মুখাপেক্ষী ও অসীম করুণার অধিন। তিনি একক হইলেও তাঁহার গুণের বিকাশ বহু। তাঁহার গুণ দ্বারা সমস্ত সৃষ্টি পরিবেষ্টিত। তিনি সর্বত্র বিরাজমান থাকিয়াও অদৃশ্য। তিনি নিরাকার এবং নিকটে থাকিয়াও বহু দূরে। তাঁহাকে চোখে দেখা যায় না। তবে অন্তর দৃষ্টি দ্বারা বুঝা যায়। তাঁহাকে প্রেম দ্বারা স্পর্শও করা যায়। তিনি প্রেমিকগণের কাছে আপন গৌরবময় চেহারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তিনি তাঁহার কথা ও কাজ দ্বারা যুগে যুগে নবীর মাধ্যমে মানব জাতির কাছে আত্ম-পরিচয় ও আপন ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। তাঁহার কথা ও কাজ সমান্তরাল এবং বাহুল্য বর্জ্জিত। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন "কুন" বলিলেই তাহা অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব লাভ করিয়া থাকে। সে জন্য তাঁহার কোন পূর্ব-পরিকল্পনা, নমুনা ও কাহারও সঙ্গে পরামর্শেরও প্রয়োজন হয় না তিনি ক্ষুধা-পিপাসা এবং যাবতীয় দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত। তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান। বিপদের সময় তাঁহার উপর নির্ভর করিলে শক্তি ও কাজের প্রেরণা লাভ হয়। অসহায় অবস্থায়ও হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি অন্তর্যামী। হৃদয়ের গোপন কথাও শুনিতে পান, কর্ণের প্রয়োজন হয় না। সৃষ্টির প্রতিটি অনুপরমানু তাঁহার দৃষ্টির মাঝে বিরাজমান, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর দরকার হয় না। তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, জিহ্বার আশ্রয় লইতে হয় না। তাঁহার কাজে কেহ অংশীদার নাই। তাঁহার কোন আওলাদ নাই। তাঁহার অনুরূপ দ্বিতীয় কোন মেসালও নাই। অযাচিত দানকারী। সৎপথ প্রদর্শনকারী, কর্ম্মফল প্রদানকারী এবং যাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। তিনিই হইলেন বিশ্বের মালীক, সর্বপ্রকার প্রশংসার অধিকারী এবং একমাত্র উপাস্য প্রভূ আল্লাহ।

★

॥ হায়াতে তাইয়্যেবা ॥

[হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ)-এর পবিত্র জীবনী]

মোলবী আবদুল কাদির

অনুবাদক—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বশীর আহ্মদ, শরীফ আহমদ ও মুবারাকা বেগমের আমীন

৩০শে নবেম্বর, ১৯০১ সন :

হযরত আকদাস ইস্লাম ধর্মকে সুদৃঢ় এবং ইসলামী শরীয়তকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য সততঃ নিমগ্ন থাকিতেন। এই জন্ত সন্তানগণের ধর্ম শিক্ষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সন্তানেরা কোরআন শরীফ খতম করায় তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহেবযাদা হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ সাহেব কোরআন শরীফ যখন খতম করিয়াছিলেন, তখন তিনি অতিশয় প্রফুল্লতাসহ এক উৎসব করেন। ইতিপূর্বে আমরা ইহা নিয়া আলোচনা করিয়াছি। এখন সাহেবযাদা মীর্যা বশীর আহ্মদ সাহেব, সাহেবযাদা মীর্যা শরীফ আহ্মদ সাহেব এবং সাহেবযাদী নবাব মুবারাকা বেগম সাহেবা কোরআন শরীফ খতম করায় তিনি এই আনন্দময় উপলক্ষে ৩০শে নবেম্বর ১৯০১ সনে এক সভার আয়োজন করেন। এই সভায় কাদিয়ানের বাহির হইতেও বহু বন্ধু আগমণ করেন। ঐ দিন দরিদ্র মিস্কীনকে খাবার দেওয়া হয়। হযুর একটি কবিতা লিখিলেন। এই কবিতাটিতে মহা ভবিষ্যদ্বানী আছে। এ জন্ত ইহার কোন কোন পদাবলী এখানে দেওয়ায় বন্ধুগণের ঈমান বৃদ্ধির একান্তই সহায়ক হইবে, ইন্‌শাআল্লাহু তা'লা। হুযুর বলেন :

خدایا اے مرے پیارے خدایا
یہ کیسے ہیں تیرے مجھ پہ احساں
کہ تو نے پھر مجھے یہ دن دکھایا
کہ بیٹا دوسرا بھی پڑھ کے آیا
بشیر احمد جسے تو نے پڑھایا
شفا دی آنکھ کو بینا بنایا
شریف احمد کو بھی یہ پھل کھلایا
کہ اسکو تو نے خود فرقاں سکھایا
تیرے احسان ہیں اے رب البرایا
مبارک کو بھی تو نے پھر جلایا
جب اپنے پاس ایک لڑکا بلایا
تو دے کر چار جلدی سے ہنسایا
غموں کا ایک دن اور چار شادی
فسبحان الذی اخزی الاعادی
اور انکے ساتھ کی ہے ایک دختر
ہے کچھ کم پانچ کی وہ نیک اختر
کلام اللہ کو پڑھتی ہے فر فر
خدا کا فضل اور رحمت سراسر
ہوا اک خواب مجھ پر یہ اظہر
کہ اسکو ملیگا بخت برتر
لقب عزت پاوے وہ مقرر
یہی روز ازل سے ہے مقدر
خدا نے چار لڑکے اور یہ دختر
عطا کی پس یہ احساں ہے سراسر
اگر ہر بال ہو جاوے سخن ور
تو پھر بھی شکر ہے امکاں سے باہر

کر یما دور کر تو ان سے ہر شر
رحیما نیک کر اور پھر معمر
پڑھایا جس نے اس پر بھی کرم کر
جزا دے دین اور دنیا میں بہتر
وہ تعلیم ایک تو نے بتادی
فسبحان الذی اخزی الاعادی
مرے مولا یہ ایک دعا ہے
تیری درگاہ میں عجز و بکا ہے
مری اولاد جو تیری عطا ہے
ہر ایک کو دیکھ لوں وہ پارسا ہے
تیری قدرت کے آگے روک کیا ہے
وہ سب دے ان کو جو مجھ کو دیا ہے
عجب محسن ہے تو بحر الایادی
فسبحان الذی اخزی الاعادی
خدایا تیرے فضلوں کو کروں یاد
بشارت تو نے دی اور پھر یہ اولاد
کہا ہرگز نہیں ہوں گے یہ برباد
بڑھیں گے جیسے باغوں میں ہوں شمشاد
خبر مجھ کو تو نے بارہا دی
فسبحان الذی اخزی الاعادی

অনুবাদ :—"খোদা, আমার প্রিয় খোদা! এ কেমন আমার প্রতি তোমার দান। আবার তুমি আমাকে দেখাইয়াছ যে, দ্বিতীয় ছেলেও পাঠ করিয়া আসিয়াছে। বশীর আহ্মদ যাহাকে তুমি পাঠ করাইয়াছ, চক্ষুকে আরোগ্য দান করিয়াছ।১ শরীফ আহ্মদকেও এই ফল খাওয়াইয়াছ, । হে চরাচরের প্রভু, তোমারই অনুগ্রহ, মুবারককেও তুমি পুনরজীবিত করিয়াছ। ২ যখন তোমার নিকট এক ছেলেকে ডাকিলে, তখন চারিজন দিয়া শীঘ্রই হাঁসাইলে। ৩ শোকের একদিন এবং চারি খুশি অনন্ত পবিত্র তিনি, যিনি আমার শত্রুদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন। এবং তাহাদের সঙ্গে একজন কন্যা যোগ করিয়াছ, সেই সুনক্ষত্রা পাঁচ বৎসরের অন্ন।৪ আল্লার কালাম ফর ফর করিয়া পাঠ করে, খোদার সর্বোতঃ অনুগ্রহ ও কৃপা।

স্বপ্নে ইহা আমার নিকট অত্যুজ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সে মহা সৌভাগ্যময়ী হইবে। সম্মান সূচক উপাধি সে লাভ করিবে সুনিশ্চিত, ইহাই অনাদি কাল হইতে নির্দিষ্ট হইয়াছে। খোদা এই চারি পুত্র ও এই কন্যা দান করিয়াছেন; সুতরাং ইহা কৃপাই কৃপা। যদি প্রত্যেক লোমও কথা বলে, তবু শোকর করা সম্ভবপর নয়। হে কৃপাময়, তুমি ইহাদের হইতে সর্বপ্রকার অনিষ্ট দূর কর, হে দয়াময়, ইহাদিগকে পূণ্যবান, দীর্ঘায়ু কর। যিনি পড়াইয়াছেন, তাঁহার প্রতিও অনুগ্রহ কর; দ্বীন দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দাও। ১ শিক্ষার একটি নূতন পথ শিখাইয়াছ। ২ অনন্তর, মহিমাময় তিনি, যিনি আমার শত্রুদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

(১) হযরত সাহেবযাদা মীর্যা বশীর আহমদ সাহেব সাল্লামাহুর রাহমানের চক্ষু পীড়া ছিল। বহু চিকিৎসা করা হইল। আরোগ্য লাভ করিলেন না। ইহাতে হুযুর আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিলেন। দোয়া কবূল হইল। হযরত সাহেবযাদা সাহেবের চক্ষু সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। অনন্তর ইহার জন্য আল্লাহ্‌তা'য়ালারই সম্যক প্রশংসা।

(২) হযরত সাহেবযাদা মীর্যা মুবারক আহ্মদ সাহেবও একবার কঠিন রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তা'য়ালা তাঁহাকে হযরত আকদাসের দোয়া কালেই আরোগ্য দান করেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'হকিকতুল্ অহি ; ২৫৩ পৃঃ দেখুন।

(৩) বশীর আওয়াল। ৪) সাহেবযাদী মুবারাকা বেগম সাহেবা।

আমার প্রভো, আমার এই একটি দোয়া দীনতা ও কান্না তোমার দরগাহে। আমার সন্তান যারা তোমারই দান, প্রত্যেককেই যেন দেখি 'পারসা'—পাপ হইতে আত্ম-রক্ষা করে। তোমার কুদরতের সম্মুখে বাধা কি? তাহা সবই তাহাদিগকে দাও, যাহা আমাকে দিয়াছ। আশ্চর্য্য অনুগ্রহকারী তুমি, তুমি দান সিন্ধু; অনন্তর, মহিমাময় তিনি, যিনি আমার শত্রুদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

খোদা, তোমার অনুগ্রহরাজি স্মরণ করি, সুসংবাদ তুমি দিয়াছ, পরে আবার এই সকল সন্তান। বলিয়াছ, "কখনো ইহারা বরবাদ হইবে না, বাগানে সমসাৎ বৃক্ষের ন্যায় বর্দ্ধিত হইবে।

তুমি আমাকে এই সংবাদ বারংবার দিয়াছ, অনন্তর মহিমাময় তিনি, যিনি আমার শত্রুদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।"

হযরত আকদস তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহেবযাদা মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব কোরআন শরীফ 'খতম' করার উপলক্ষেও একটি সভার অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন। স্থানীয় ও বাহিরের ভক্তগণকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন, পূর্বে 'মাহ্‌মুদ কি আমীন" নামক একটি কবিতাও লিখিয়া ছিলেন। এ সম্বন্ধে আমরা ১৮৯৭ সনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ইহা আশ্চর্য্যজনক আনন্দের বিষয়, এখন প্রাণপ্রতিম পুত্রগণ ও ভাগ্যময়ী কন্যা কোরআন শরীফ খতম করায় হুযুর যে "আমীন" (দোয়া বিশিষ্ট কবিতা)

লিখিলেন ইহাতে ওমহাম্মাদ্বিত পুত্র সাহেবযাদা মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেবের কথা উল্লেখ জরুরী মনে করিলেন। ইহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য আনন্দ করিবার ও ঈমান বৃদ্ধির মহা উপকরণ রহিয়াছে। হযরত আকদস আলোচ্য "আমীনে" বলিয়াছেন:—

بشارت دی کہ اک بیٹا ہے تیرا
جو ہوگا ایک دن محبوب میرا
کرونگا دور اس سے ہر اندھیرا
دکھاؤں گا کہ اک عالم کو پھیرا
بشارت کیا دی دل کی غذا دی
سبحان الذی اخزی الاعادی

অনুবাদ:—"সুসংবাদ দিয়াছ, 'তোমার এক পুত্র আছে, সে একদিন আমার প্রিয় হইবে। এই চাঁদের দ্বারা [এই চাঁদ হইতে—এই অনুবাদও হইতে পারে] অন্ধকার দূর করিব; দেখাইব যে, এক বিশ্বকে ফিরাইয়াছে।' সুসংবাদ কি দিয়াছ, হৃদয়ের খোরাক দিয়াছ; অনন্তর, মহিমাময় তিনি, যিনি আমার শত্রুদিগকে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।"

এখানে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, একবার হযরত যনাব মুহাম্মদ আলী খান সাহেব, রয়িস মালিরকোটলা, সাহেবযাদাগণের "আমীন" সম্পর্কে হুযুরের খেদমতে নিবেদন করিলেন যে, এই যে "আমীন" অনুষ্ঠিত হইল, ইহা কি কোন প্রথা? ইহা কি? হযরত আকদস ইহার বিস্তারিত উত্তর প্রদান করেন। হযরত আকদসেরই ভাষায় উহার সারমর্ম্ম এই:—

(১) হযরত আকদসের সাহেবযাদাগণকে কোরআন করীম পড়াইয়াছিলেন হযরত পীর মনযুর মুহাম্মদ সাহেব। ইনি 'কায়দায়ে ইস্‌সারনল্ কোরআন' আবিষ্কার করেন।

(২) 'শিক্ষার নূতন পথ' দ্বারা হযরত আকদস এই 'ইস্‌সারনাল্ কোরআন কায়দার' প্রতি সঙ্কেত করিয়াছেন। কোরআন করীম সহজে সাহেবযাদাগণকে পড়াইবার জন্য হযরত পীর সাহেব আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে এই কায়দা প্রণীত করেন।

"আমি যখন কোন কাজ করি, তখন আমার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌তা'লার 'জালাল' (প্রতাপ ও মাহাত্ম) প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এই 'আমীন' উপলক্ষেও তাহাই হইয়াছে। এই পুত্রগণ আল্লাহ্‌তা'লার এক নিদর্শন। তাহাদের প্রত্যেকেই খোদাতা'লার ভবিষ্যদ্বাণী মূলে জীবন্ত নিদর্শন। এজন্য আমি খোদাতা'লার এই সকল নিদর্শনের সম্মান করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি। কারণ ইহারা রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম-এর নবুওত, কোরআন করীমের হক্কানীয়ত (সত্যতা) এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ। এখন তাহারা খোদার কালাম পাঠ (খতম) করায় আমাকে বলা হইল যে এই উপলক্ষে কতকগুলি দোয়া পন্থাকারে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ, কৃপা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক লিখি। যেমন আমি এখনি বলিয়াছি, আমি সংস্কারের চিন্তায় থাকি। আমি উপলক্ষটিকে অত্যন্ত মুবারক জ্ঞান করি।"

('আল্-হাকাম,' ১০ই এপ্রিল, ১৯০৩ সন)

(ক্রমশঃ)

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সরিষাই যদি ভূত হয়ে দাঁড়ায়ঃ

কিছুদিন হলো "শশিণার পীরের অভিযোগ, মাদ্রাসা শিক্ষায় দুর্নীতি ঢুকিয়াছে" নামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটির সারমর্ম হলো:

"সম্প্রতি শশিণার পীর সাহেব শশিণার কুতব-খানায় এক বৈঠকে মাদ্রাসা পরিচালনায় যে সমস্ত দুর্নীতি ঢুকিয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য সরকার ও শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তিনি বলেন, কোন কোন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসা পরিচালনা করিতে যাইয়া নীতি ও আদর্শ জলানজলি দিতে চলিয়াছেন। তাহারা সেন্টার পরীক্ষার পূর্বে অন্যান্য ছাত্রকে ফুসলাইয়া বা আর্থিক লাভালাভের লোভ দেখাইয়া নিজেদের মাদ্রাসার লইয়া যায় এবং চতুরতার সহিত ঐ ছাত্রগণের নাম নিজেদের মাদ্রাসার খাতাপত্র ভুক্ত করিয়া নিজেদের ছাত্র বলিয়া পরীক্ষা দিতে পাঠায়।

তিনি আরও বলেন, অন্যান্য মাদ্রাসার ব্যাপার সূক্ষভাবে দেখিবার সুযোগ না পাইলেও আমি আমার শশিণা মাদ্রাসার প্রতি দুর্নীতি কারিগণের এই প্রকার অবিচার অনেক দিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই মাদ্রাসার কিছু কিছু ছাত্র ফুসলাইয়া নিয়া তাহারা তাহাদের মাদ্রাসার নামে পরীক্ষা দেওয়াইয়া সুনাম অর্জন করিতে তৎপর। অন্যথায় সেন্টার জামাতসমূহে শিক্ষা বছরের প্রথম দিকে যে সকল মাদ্রাসায় মাত্র দুই চারটি বা তাহারও কম ছাত্র থাকে, বছরের শেষ দিকে তাহারা অত অধিক ছাত্র কোথায় পায়ঃ

তিনি আরও বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার মত একটা পবিত্র বিষয়ে দুর্নীতি ঢুকাইয়া যাহারা মাদ্রাসা শিক্ষার বদনাম করিতেছে, তাহারা ধর্মীয় দিক হইতে ঘৃণার্হ এবং নীতির দিক হইতে ভ্রষ্ট।

উপসংহারে তিনি ইহার প্রতিকারের জন্য সরকার ও শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।"

শশিণার পীর সাহেবের নিজের অভিজ্ঞতা হতে যেসব কথা বলেছেন, তা অতি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা প্রয়োজন। তিনি শুধু শিক্ষার কথাই বলেছেন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তথাকথিত মৌলবী মৌলানা সাহেবরা যে দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়েছেন সে কথাও অনেকে অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারেন। এনিয়ে বিস্তারিত আলোচনায়

যাওয়া আমাদের লক্ষ্য নয়। এখানে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

অনেকেই মনে করে থাকেন যে, যারা আরবী পার্শী পড়ে মৌলবী মোলানা হন শয়তান তাদের ধারে কাছেও যেতে পারে না। তাই তারা ধার্মিক হন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাদের ঐ ধারণা ভুল। আরবী পার্শী জানলে আলীম হওয়া যেতে পারে কিন্তু তাতেই শয়তানের হামলা হতে বাঁচা যায় না। শয়তানের হামলা হতে বাঁচার পথ হলো আন্তরিকভাবে ধর্মের আদেশ নিষেধকে জীবনে প্রতিফলিত করার জন্য আজীবন কোশেষ করা। হযরত নবী করীম সাঃ এর আগমনের সময়ে মক্কা-বাসিরা আরবি ভাষা কম জানত না, কিন্তু তবু তারা দুনিয়ার জঘন্যতম পাপাচারে লিপ্ত ছিল। তারা রসুল করীম সাঃ এর উপরে, কম অত্যাচার অবিচার করেনি। তারাই আবার রসুলুল্লাহ, (সাঃ) এর আদর্শের পূণ্য পরশে পাক-পবিত্র হয়ে ইসলামের জন্য নিজেদের জানমাল সব কুরবান করে দিয়েছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তথাকথিত মৌলবী মৌলানাগণ জীবন হতে ইসলামি আদর্শের পূণ্যপরশ হারিয়ে ফেলেছেন। এরূপ আলেমদের কথা বলতে গিয়েই হুযুর সাঃ বলেছেন তারা 'দুনিয়ার নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবেন। যে মাদ্রাসা আলীম ওলামা সৃষ্ট করছে তাই যদি দুর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়ায় তবে যারা সেখান থেকে তালিম নিয়ে আসছেন তারা 'বেহেশতের ফুল' হতে পারেন না এ অতি সহজ সরল কথা। দেশে একটা কথা আছে যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়ায়ে তাতেই ভূত।

এখানে আরো এক ধাপ এগিয়ে বলতে হচ্ছে ঐ সরষেই যদি ভূত হয়ে দাঁড়ায় তখন ভূত তাড়ানোর পথ কি? এ প্রশ্নের সমাধান বর্তমানে আহমদীয়া জামাত ব্যতীত আর কেউ দিতে পারেন না। কারণ এই জামাতই আল্লাহ, কর্তৃক প্রেরিত হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কে গ্রহণ করে ইসলামের প্রকৃতি আদর্শে জীবন ও জগৎ গড়ে তোলার জন্য জানমাল ত্যাগ করে সর্বাত্মকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আলো আধার ঃ

কিছুদিন হলো 'পেত্নীর আসর ছাড়াইতে গিয়া তরুনী হত্যা' নামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটি সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী জুরিখ হতে প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে ঃ

"সম্প্রতি এখানে মধ্যযুগীয় বর্বরতার পুনরাবৃত্তি ঘটে। 'পেত্নীর আসরের' অজুহাতে একটি ১৭ বৎসর বয়স্কা তরুণীকে ধর্মান্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রহার করিতে করিতে হত্যা করার এক চাঞ্চল্যকর মামলা বর্তমানে এখানকার আদালতে চলিতেছে।

তরুণীর উপর পেত্নীর আসর হইয়াছে কাজেই তরুণীর উপর প্রহার চালাইলে সেই পেত্নী চলিয়া যাইবে এই বিশ্বাসে একজন ধর্মযাজক ও ৫৪ বৎসর বয়স্কা একজন অবিবাহিতা নারী উক্ত তরুণীকে প্রহারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তরুণীর পিতামাতাও সম্প্রদায়ের লোকদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়।

নির্দিষ্ট দিনে উক্ত লোকেরা তরুণীটিকে বিছানার সহিত বাঁধিয়া ভ্রমনের ছড়ি, চাবুক, প্লাষ্টিকের পাইপ প্রভৃতি দিয়া প্রহার এবং কিল-ঘুঁষি চালাইতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত তরুণীর মৃত্যু হয়।"

যারা পশ্চিমি দেশগুলোতে শুধু আলো দেখেন এবং দুনিয়ার অন্যত্র শুধু অন্ধকারের রাজত্ব চলেছে মনে করেন উপরোক্ত সংবাদটিতে তাদের ভুল ভেংগে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ধর্মের নামে ধর্মান্ধতা সব দেশেই চলে থাকে। বসতুতঃ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ হতে বিচ্যুতিই হলো এর কারন। এই বিচ্যুতি কোন দেশ বা জাতির জন্য একচ্ছত্র নয়। আবার বিচ্যুতি হতে বেঁচে থাকার সাথেও পূর্ব-পশ্চিমের কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম সংক্রান্ত আলো আধারের সম্পর্ক রয়েছে নবী রসুলদের শিক্ষা ও আদর্শকে সঠিকভাবে হৃদয়ংগম করে ব্যক্ত ও সমষ্ট জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর মধ্যে।

★

বিনামূল্যে বিতরণের পুস্তক

১।	আমাদের শিক্ষা,	হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)
২।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের	,, ,,
	চারিটি প্রশ্নের উত্তর	,, ,,
৩।	রসুল প্রেমে	,, ,,
৪।	ঐশী বিকাশ	,, ,,
৫।	একটি ভুল সংশোধন	,, ,,
৬।	ইমাম মাহদীর (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৭।	আহমদীয়াতের পয়গাম	হযরত মীর্যা বশিরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ)
৮।	শান্তি ও সতর্কবানী	হযরত মীর্যা নাসের আহমদ (আইঃ)
৯।	কোরআনের আলো	,, ,,
১০।	মোহাম্মদী মসীহ	মৌলবী মোহাম্মাদ
	(ইংরেজী নবীর উত্তরে)	,,
১১।	কলেমা দর্শন	,,
১২।	হযরত ঈসা (আঃ)	,,
	একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন।	,,
১৩।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন	,,
১৪।	তিনিই আমাদের কৃষ্ণ	,,
১৫।	বর্তমান দুর্যোগময় যুগে মানবের কর্তব্য	,,
১৬।	পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ	
১৭।	মহা সুসংবাদ	

'পরিবেশনে'
জেনারেল সেক্রেটারী
পুঃ পাঃ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসিবাজার, রোড, ঢাকা—১

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 20·00
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়্যাত :	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs. 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার মত পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works.
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.